Hazi A. K. Khan College

Hariharpara * Murshidabad

E-MAGAZINE

QUEST OF SOPHIA

E-MAGAZINE

Philosophy

E-Magazine

"Quality is not an act, it is a habit."--Aristotle

Department of Philosophy **Session : 2021-2022**

From the Desk of the Principal

Greetings to all,

As the principal of Hazi A. K. Khan College, it fills me with immense pride to address our esteemed community through the annual edition of our Philosophy Department's e-magazine. This publication not only showcases the academic excellence and creative flair of our students but also reflects the vibrant spirit of our educational journey together.

Each page of this magazine echoes the dedication, hard work, and passion that define our institution. It brings to light the rich diversity of thought and the depth of inquiry that our students engage in, guided by their talented mentors. As we navigate through various challenges, both academic and beyond, the resilience and creativity displayed by our community continue to inspire and propel us forward.

I extend my heartfelt congratulations to everyone who has contributed to this magazine, from the writers and editors to the artists and thinkers. Your efforts have culminated in a publication that does not just document our year but uplifts the spirits of all who read it.

Let us continue to nurture this environment of learning and growth, encouraging each other to explore, innovate, and contribute to the greater good. May this magazine serve as a beacon of inspiration and a reminder of what we can achieve together.

Warm regards,
Dr. Goutam Kumar Ghosh
Principal
Hazi A. K. Khan College

Editorial

Dear Readers,

It is with great pleasure that we present to you the latest edition of our departmental e-magazine. This platform serves as a vibrant showcase of the creativity, intellect, and diversity within our college community. Through these digital pages, we aim to encapsulate the essence of our college life — from insightful articles and thought-provoking essays to captivating artwork and inspiring stories.

In this edition, you will find a variety of content that reflects the passions and interests of our students and faculty. From discussions on current events and academic achievements to explorations of cultural phenomena and personal reflections, each piece contributes to the rich tapestry of ideas that defines our college experience.

Our e-magazine is more than just a collection of articles; it is a testament to the talent and dedication of our contributors who have poured their hearts and minds into their work. We encourage you to explore these pages, engage with the content, and join us in celebrating the spirit of inquiry and expression that thrives within our college community.

As we continue to evolve and grow, we invite you to share your feedback and suggestions. Your input is invaluable in shaping the future editions of our e-magazine and ensuring that it remains a dynamic reflection of our college community.

We would like to extend our heartfelt thanks to all the contributors, editors, and staff members who have made this edition possible. Your hard work and commitment are truly appreciated. Thank you for your continued support and enthusiasm. Together, let us embark on this journey of exploration, learning, and creativity.

Editorial Team, Department of Philosophy, Hazi A. K. Khan College,

সূচিপত্র

শিশু সাহিত্যের আলোকে - ড. মুনমুন দত্ত (পৃ. - ২)

সুখ এবং দু:খ - আসমিন সেখ (পৃ. - ৪)

ছদ্মবেশের রাজত্ব - সাইরিন খাতুন (পৃ. - ৭)

বিলের ধারে - পিয়ারুল খাঁন (পৃ. - ৮)

আমাদের পরিবেশ - হাসিনা খাতুন (পৃ. - ৯)

বেসরকারি স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা - কৃষ্ণা সরকার (পৃ. - ১০)

একজন কৃষক - জুলেখা খাতুন (পৃ. - ১১)

মা - মাসুদ আলম (পৃ. - ১২)

মালির আশা - দেবদ্যুতি চক্রবর্তী (পৃ. - ১৩)

শিশু সাহিত্যের আলোকে

ড. মুনমুন দত্ত

সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ

কল্পনাপ্রবল শিশু মনের কাছে শিশুসাহিত্য হল স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। শিশুসাহিত্যে যেভাবে ছন্দবোধের মাধ্যমে শিশুর কল্পনাশক্তিকে এমনভাবে জাগিয়ে তোলা হয় যে, শিশুমনটি সেই ছন্দের তালে তালে দোদুল্যমান হয়ে ওঠে। কবিতার ছন্দের তালে তালে শিশুর স্বাভাবিক ছন্দের অনুরাগ চরিতার্থ হয়। কবিতার ছন্দের ঝংকার এমন ভাবে শিশুর কানে অনুরণিত হয়ে মনের অন্তস্থলে পৌঁছায় যে; কবিতার কথা ফুরিয়ে গেলেও তার ছন্দের রেশ মনে থেকে যায়। “বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।” - শিশু মনকে ভোলানোর এই ছড়া শুধু পাঠ্যপুস্তকের ছড়া নয়, ছেলেবেলায় বৃষ্টি শুরু হলেই এই ছড়াটি বলার আনন্দ অনেক বেশি।

রূপকথার বিচিত্র কাহিনী শিশু মনকে যেমন অভিভূত করে, তেমনি তার সাথে তার কল্পনাশক্তিরও উন্মেষ ঘটায়। রূপকথায় রাজপুত্র যখন পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে যায়, তেপান্তরের মাঠ পার হয়; শিশুর মন ও তখন কল্পনার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্রের সঙ্গে উড়ে চলে। আবার কখনো দুয়োরাণীর দুঃখে শিশুর উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। আবার কখনো পাতালপুরীতে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে যাওয়া রাজপুত্রের বিপদসংকুল দুঃসাহসিক অভিযানের সময় শিশু মন ভয়ে দুরু দুরু করতে থাকে। শিশু যখন গল্প শোনে, তখন তার মনের কল্পনাশক্তি সেই গল্পের চরিত্রগুলোকে ছবির মত জীবন্ত করে তোলে।

রূপকথার কথা মনে পড়লেই দখিনারঞ্জনের 'ঠাকুমার ঝুলি' প্রথম মনের মাঝে উদয় হয়। যেখানে পরীদের অপরূপ রাজ্য, দৈত্যপুরী, সাগরতলে রাক্ষসপুরী, পাতালপুরীর রোমাঞ্চকর

রূপকথায় জড়িয়ে থাকে ছেলেবেলা। আবার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'ক্ষীরের পুতুল'এর মতো গল্প খুব কমই আছে। শিশুমন ছন্দ ভাঙতে ভীষণ আনন্দ পায়। আর এই ছন্দ ভাঙার আনন্দ দিতে সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল', 'হ-য-ব-র-ল' - এর জুড়ি মেলা ভার। রুলটানা জীবনের খাতা থেকে ছন্দপতনের যে আনন্দ তা কেবল ছেলেবেলাতেই সম্পূর্ণভাবে উপভোগ্য।

শিশু সাহিত্যের ভাষাগত সারল্যতা ও রংবেরঙের চিত্র বর্ণনার সমাবেশ, শিশুমনে সৃজনশীল শিক্ষার বার্তা বহন করে। যুগের পরিবর্তনে অনেক অভিভাবকের কাছেই রূপকথার শিশুসাহিত্যগুলি আজ অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় আজ সকলেই দৌড়াচ্ছে, প্রতিযোগিতায় সকলকে প্রথম হতে হবে। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার প্রয়াসে আজ অনেক শিশুই সেই পুরাতন শিশুসাহিত্য থেকে বঞ্চিত হয়। কেড়ে নেয়া হয় তাদের সকল প্রকার মনোরঞ্জন ও কল্পনাশক্তির সম্পদকে। সেই সকল শৈশবহীন শিশুরা আজ বড় অসহায়। আসলে শিশু তার স্বকীয় প্রেরণা অনুযায়ী কাজ করতে ভালোবাসে। কোন প্রকার আদেশ ও জোরপূর্বক কাজ তাদের পছন্দর না। আর শুধু শিশুই কেন, মানব মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী বেশিরভাগ মানুষের কাছেই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক কাজ অপছন্দের। মন গতানুগতিকভাবে কাজ করতে চায় না, স্বাধীনভাবে কাজ উপভোগ করতে চায়। প্রাপ্তবয়স্কের মন চাই তার সেই রূপকথার শৈশবকে ফিরে পেতে।রবীন্দ্রনাথের ভাষায়মনের কথাবলতে গেলেবলতে হয়,

"আমাদের গেছে যে দিন
একেবারেই কি গেছে,
কিছুই কি নেই বাকি।"
একটুকু রইলেম চুপ করে;
তারপর বললেম,
"রাতের সব তারাই আছে
দিনের আলোর গভীরে।" (শ্যামলী, হঠাৎ দেখা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সুখ এবং দু:খ

আসমিন সেখ

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ, হাজী এ. কে. খান কলেজ

হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

দর্শন মতে আত্মার ধর্ম হল সুখ এবং দু:খ। "সুখ" এই শব্দটাই হল অদ্ভুত ধরণের। এই শব্দটার সঙ্গে সকলেই মিলিত হতে চাই, পরিচিত হতে চাই। কিন্তু কখনো কখনো হাজার প্রচেষ্টা করেও তা সম্ভব হয় না। কিন্তু কেন ? তার কারণ হল একটাই, তা হল আমাদের চাহিদার অত্যধিক প্রচেষ্টা, অনিত্য কামনা-বাসনার প্রয়াস। যা কখনো পূর্ণ হয় না, সম্ভব হয় না। আমাদের দুঃখের মূল কারণ হল, আমাদের লাগামছাড়া পাওয়ার আশা, সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির বা অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করা। কর্ম ও কর্মফলকে তো আমাদের স্বীকার করতেই হবে এবং তার উপর নির্ভর করছে আমাদের সুখ-দুঃখের স্থিতি, কৃতকর্মের পরিণাম। এই জড় জগতটাই দুঃখময়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে অর্জুনকে বলেছেন যে, এই জড় জগত দুঃখালয়ম্-অশাশ্বতম্, সুতরাং কিভাবে এখানে বাস করে আনন্দ বা সুখের আশা করতে পারি। স্থলচর প্রাণী যেমন জলচর প্রাণীর মতো জলে বাস করে তার স্বাভাবিকত্ব লাভ করতে পারে না তেমনই আমরা কেমন করে এই দুঃখময় জগতে সুখ লাভ করতে পারব। স্বাভাবিকভাবে কিছু কিছু দৃষ্টান্তের দ্বারা আমরা উপলব্ধি করতে পারব। বুদ্ধির মাধ্যমে বিচার করলেই আমরা সহজেই বুঝতে পারব যে, বিপরীত পরিবেশে কিছুতেই স্বাভাবিকত্ব লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ প্রতিটি পরিবেশ ও পরিস্থিতি সেভাবেই তৈরী হয়েছে।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে কৃষ্ণ বলেন,

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।

আগমাপায়িনোনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।।

এই শ্লোকে সুখ ও দুঃখকে শীত ও গ্রীষ্মের সমান বলে ব্যাখ্যা করেন কৃষ্ণ। বাসুদেব কৃষ্ণ বলেন, সুখ ও দুঃখের আগমন ও গমন শীত ও গ্রীষ্মের আগমন এবং গমনের মতোই। তাই একে সহ্য করতে শেখা উচিত। যে ভুল ইচ্ছা ও লোভের পরিত্যাগ করেছে, শুধু সেই শান্তি লাভ করতে পারে। এই সৃষ্টিতে কোনও ব্যক্তি ইচ্ছামুক্ত হতে পরে না, কিন্তু নিজের খারাপ ইচ্ছা অবশ্যই ত্যাগ করতে পারেন।এই নীতির সহজ অর্থ হল, আমাদের জীবনে সুখ ও দুঃখ আসবে এবং যাবে। এ বিষয় চিন্তিত হতে নেই। দুঃখ থাকলে তা সহ্য করতে শেখ। কারণ আজ দুঃখ থাকলে কাল সুখও থাকবে। এ ভাবেই জীবন চলতে থাকে।ভুল ইচ্ছা শীঘ্র ত্যাগ করাই ভালো। অন্যের সম্পত্তি দেখে মনে লোভের সঞ্চার হওয়া উচিত নয়। লোভ ও ভুল ইচ্ছা ব্যক্তির মন অশান্ত করে তোলে। এর থেকে মুক্ত হলেই জীবনে শান্তি আসতে পারে। সুখ হোক বা দুঃখ, আমরা সমভাব থেকেই ধর্ম অনুযায়ী এগিয়ে যেতে পারি।

আমরা ক্ষণিকের সুখের জন্য প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে কঠোর পরিশ্রম করে সুদূর ক্লান্তিহীন-হতাশাচ্ছন্ন জীবনের দিকে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু তবুও আমাদের সেই দূরাশা কোন মতেই পূরণ হয় না। ঠিক যেমন মরুভূমিতে জলের আশায় মরুভূমির গভীরে প্রবেশ করেও কোন ভাবেই জলের সন্ধান পাওয়া যায় না। তা শুধু সময়ের অপচয় মাত্র। এই ভাবে কঠোর পরিশ্রম করতে করতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অসফলতার কারণে হতাশাচ্ছন্ন আমাদেরকে গ্রাস করে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, আমাদের মূল্যবান জীবনের সময়কাল হেলায় নষ্ট হয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে আমাদের জীবনে দুঃখময় বার্ধক্য নেমে আসে।

সুখীমানুষ হল তারা যারা জীবনে সন্তুষ্ট এবং প্রয়োজনমত সম্পদ এবং সম্পত্তি আছে। সুখী মানুষ সামাজিকভাবে উন্নয়নশীল এবং পরিবার এবং সামাজিক সম্পর্কে সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হয়। তারা প্রায়শই সমাজের ভালো চরিত্রে ও নৈতিক মানবতার উন্নয়নে সমর্থ। তবে প্রকৃত সুখী কে তা জানতে হলে তুমি সেই ব্যক্তি বা পরিবারকে জিজ্ঞেস করো যে একটি জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন ধরে কষ্ট পাওয়ার পর সবেমাত্র এই জটিল রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে এক

সুস্থ স্বাভাবিক জীবন অনুভব করতে পারছি। এই পরিবার বা এই ব্যক্তির কাছে সুখের মতো আর অন্য কোন মূল্যবান জিনিস হতে পারে না। তাই গৌতম বুদ্ধ যেমন দুঃখের কথা বলেছেন এবং পাশাপাশি দুঃখ থেকে রেহাই পাওয়ারও উপায় এর কথাও বলেছেন।অন্ধকারের অবসান ঘটিয়ে যেমন দিনের আলো ফুটে ওঠে। অনুরূপভাবে আমাদেরকে মনে রাখা দরকার দুঃখের পরবর্তী পর্যায়ই হলো সুখ। সব মিলিয়ে বলা যায় যে সুখের মূল্য নির্ভর করে। যে দুঃখ অনুভব করেছে সেই সুখের মূল্য বুঝতে পেরেছে।

ছদ্মবেশের রাজত্ব

সাইরিন খাতুন

পঞ্চম সেমিস্টারের ছাত্রী, দর্শন বিভাগ

গভীর চিন্তার রাজ্যে, দার্শনিকরা চিন্তা করেন,
অস্তিত্বের প্রশ্ন, মন ঘুরতে থাকে।
সক্রেটিস বললেন, আমি জানি আমি জ্ঞানী।
কিন্তু জীবন খুঁজে বের করা? সবই ছদ্মবেশে।

ডেকার্টস ঘোষণা করলেন, "আমি মনে করি, তাই আমি"
কিন্তু কিছুক্ষণ পর কিছুটা জ্যাম হয়ে গেল।
কান্ট বলেছিলেন, "শুধুমাত্র সেই ম্যাক্সিম অনুসারে কাজ করুন যা আপনি করতে পারেন,"
তবুও আমার মস্তিষ্ক বাঁধা অবস্থায় আছে, এবং এটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নীটশে ঘোষণা করলেন, "ঈশ্বর মারা গেছেন",
যখন অন্যরা বিতর্ক করেছিল যে একটি চেয়ার সত্যিই আছে কিনা।
এই দার্শনিক চিড়িয়াখানায় অযৌক্তিকতা রাজত্ব করছে,
যেখানে জীবনের অর্থ একটি হাস্যকর দৃষ্টিভঙ্গি নেয়।

বিলের ধারে

পিয়ারুল খাঁন

তৃতীয় সেমিস্টারের ছাত্র, দর্শন বিভাগ

অনেক দিন পরে
এলাম বিলের ধারে
সকাল বেলার বাতাস
মন দিল মাতলা করে।
ঘাস শিশিরে রয়েছে ভেজা
আকাশে সাদা মেঘের পেঁজা,
মাতলা বাতাসের গতি সুরে
ঢেউ চলছে আঁকাবাঁকা।
মনে আসলো আমার তৃপ্তি
বিলে দেখলাম কিছু বৃত্তি,
মনে হয় পড়েছে কিছু মাছ
জানি না মিথ্যা নাকি সত্যি।
কিছু চাষী বিলের ধারে
পাট কাঁচা কাজ করে,
সেই কাজের পাশাপাশি
জোর তালে গল্প চলে ।
জল এখন অনেক কম
ঢেউ বইছে সারাক্ষণ,
বিলের ধারে বাতাস খেতে
এসেছে কিছু জন।
এই অসাধারণ পরিবেশ দেখে
মন চাইছে থেকে যেতে,
এই মাতলা বাতাসের সাথে
মন চাইছে যেতে মেতে।

আমাদের পরিবেশ

হাসিনা খাতুন

তৃতীয় সেমিস্টারের ছাত্রী, দর্শন বিভাগ

আমাদের চারপাশের মানুষ,গাছপালা, পশুপাখি, ঘর বাড়ি, আলো,বাতাস,জল, সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। যদিও আমাদের দেশে শহরের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে তবে এখনো গ্রামের সংখ্যা অনেক বেশি। আমাদের দেশে অনেক লোক গ্রামে বসবাস করে।

গ্রামের পরিবেশ : গ্রামের পথ ঘাট এবং বাড়ি ঘর বেশিরভাগে কাঁচা। বাড়িগুলিতে থাকে টালি বা খড়ের ছাউনি। গ্রামে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা দেখা যায় যেমন - আম,জাম,কাঁঠাল, বট, ইত্যাদি। গ্রামে নানারকম শাকসবজি ও ফসলের চাষ হয়। গ্রামে অনেক ছোট বড় পুকুর থাকে। গ্রামের মানুষ তাদের পুকুরে মাছ ছাড়ে। গ্রামে সাইকেল রিক্সার গরুর গাড়ি ইত্যাদি যানবাহন দেখা যায়। তবে যেখানে পাকা রাস্তা আছে সেখানে বাস লরি ট্রেকার টেম্পু ইত্যাদি যানবাহন চলে। গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে গৃহপালিত পশু যেমন- হাঁস মুরগি গরু ছাগল ইত্যাদি দেখা যায়।

সুবিধা-অসুবিধা : গ্রাম্য জীবন অনেক সহজ সরল। এখানকার জল বাতাস শহর এর মত দূষিত নয়। এখানে শব্দ দূষণ ও নেই। এখানে শাকসবজি মাছ দুধ সবকিছু টাটকা পাওয়া যায়। তবে কোন কোন গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব দেখা যায়। এছাড়া গ্রামে ভালো ডাক্তার হসপিটালের অভাব দেখা যায়। বর্ষাকালে গ্রামের কাঁচা রাস্তায় চলাচলের খুব অসুবিধা হয়।

বর্তমানে গ্রামে অনেক পরিবর্তন হচ্ছে। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ছে রাস্তাঘাটের উন্নতি হচ্ছে। বাড়ছে চিকিৎসা সুযোগ সুবিধা। আগের থেকে গ্রাম অনেক উন্নত মানের হয়েছে।

বেসরকারি স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা

কৃষ্ণা সরকার

প্রথম সেমিস্টারের ছাত্রী, দর্শন বিভাগ

স্কুল একজন শিশুর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। স্কুল থেকে একজন শিশুর জীবনের সফল হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে সরকারি স্কুলগুলির শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলি। তাই বর্তমানে শহর বা গ্রামের একাধিক বিদ্যালয় গুলি গড়ে উঠেছে। আমি একজন কলেজ ছাত্রী পড়াশোনার সাথে সাথে আমি একটি বেসরকারি ব বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত রয়েছি। বর্তমানে বেসরকারি বিদ্যালয় গুলি একটি প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হিসেবে আমি এই অভিজ্ঞতা করতে পেরেছি যে সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই উন্নত পরিবেশ সুন্দর নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে। তবে একজন শিক্ষকের হিসেবে আমার বেতন খুবই সামান্য। তার উপর অত্যাধিক পরিশ্রম করতে হয়, শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও দেওয়া না। একটা কথা না বললেই নয় যেসব পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো নয় তারা এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত থাকবে। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে একজন **L.K.G** এবং **U.K.G** শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদেরও প্রচুর বই থাকে। ফলে তাদের কাছে এটি অনেক চাপের সৃষ্টি হয় । আমি শুধু এটাই বলতে চাই আমাদের সরকারি বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা ব্যবস্থা যদি আরো উন্নত হতো, তাহলে হয়তো টাকা দিয়ে আর কাউকে বেসরকারি স্কুলে পড়তে হবে না।

একজন কৃষক

জুলেখা খাতুন

প্রথম সেমিস্টারের ছাত্রী, দর্শন বিভাগ

কৃষক হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি চাষ করেন এবং ফসল ফলান। তিনি আমাদের সমাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। একজন আদর্শ কৃষক খুব সাদামাটা জীবন যাপন করেন। সাধারণ কৃষক গ্রামে বাস করেন। তিনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকা অর্জন করেন। একজন কৃষক সাধারণত ভোরে ঘুম থেকে উঠে। ঘুম থেকে উঠে লাঙল এবং যন্ত্রপাতি হাতে নিয়ে জমি চাষ করেন। একজন কৃষক কঠোর পরিশ্রম করেন কিন্তু তিনি তার পরিবারের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারেনা। একজন কৃষক খুব কষ্ট করে ফসল ফলান কিন্তু সেই ফসলের সঠিক দাম পান না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন আদর্শ কৃষক দেশের সম্পদ। একজন কৃষক এ দেশের অর্থনীতিতে যথেষ্ট অবদান রাখেন। সুতরাং আমাদের উচিত একজন কৃষককে তা যথেষ্ট সম্মান এবং মর্যাদা দেওয়া।

মা

মাসুদ আলম

প্রথম সেমিস্টারের ছাত্র, দর্শন বিভাগ

আধার রাতের জ্যোৎস্না তুমি,
তুমি ভোরের আলো।
তোমায় যখন দেখি মাগো মন হয়ে যায় ভালো।
হাসিমাখা মুখটি তোমার দেখলে ভরে মন,
আদর করে ডাকো যখন ওরে খোকা শোন ।
অন্য কারো কোলে মাগো ঘুম যে আসে না।
তোমার আঁচলে আছে মাগো চিনতে পারার ঘ্রাণ।
হাজার কষ্ট সহ্য করে আগলে রেখেছো মোরে।
তোমার মত এত আদর কেউ তো করেনা,
তাইতো তুমি প্রেম মমতার বিধাতার সেরা উপমা।
হয় না কভু তোমার সাথে অন্য কারো তুলনা।
তোমার ছোয়াতে যায় যে মুছে হাজারো বেদনা।
তুমি আমার হৃদয় ওগো তুমি আমার মা।

মালির আশা

দেবদ্যুতি চক্রবর্তী

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, সংস্কৃত বিভাগ, হাজী এ. কে. খান কলেজ

হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

কতো কিছু আশে যায় সাধের বাগানটায়
একা শুধু চেয়ে থাকে মালি।
কখনো যে পূর্ণ ফুলে বৃক্ষগুলি মৃদু দোলে
কখনো বা হয়ে যায় খালি।।
মালি ভাবে বসে বসে এমন হয় কি দোষে
সুন্দর অসুন্দরের খেলা।
জীবন যৌবন ধন আসে যায় সারাক্ষন
সুখ দুঃখের বসে যে মেলা।।
নারী পুরুষ ভেদাভেদ আছে হিংসা আছে ক্ষেদ
কেউ মান্য কেও অনাদরে।
জ্ঞানী আজ অনাহারে মূর্খ গণ রাজ করে
দুর্গম জীবন সংসারে।।
তবু মালি করে আশ হবে নাতো কারো দাস
ভালো মন্দ যাই আসুক কাছে।
লাগাবে নতুন গাছ সাজাবে বাগান আজ
চেতনার ফুল যদি ফোটে পাছে।।

Editing By :

Dr. Munmun Dutta

Department of Philosophy

Hazi A. K. Khan College